বর্তমান সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাবলয় সম্বলিত

# উন্নয়ন চিত্র

(২০০৯-২০২৩)

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বর্তমান সরকারের
সামাজিক নিরাপত্তাবলয় সম্বলিত

# উন্নয়ন চিত্র

(২০০৯-২০২৩)

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

## প্রকাশনায়

**সমাজসেবা অধিদপ্তর**

সমাজসেবা ভবন

ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ


## নির্দেশনায়

**ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল**

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

# সূচিপত্র


| ক্রম | বিবরনী | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | সমাজসেবা অধিদপ্তর | ১-১৬ |
| ২ | জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন | ১৭-১৯ |
| ৩ | নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট | ১৯-২০ |
| ৪ | বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ | ২১-২২ |
| ৫ | শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প | ২২-২৪ |
| ৬ | শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট | ২৪ |

## ১.০ ভূমিকা:

দারিদ্র্য, শোষণমুক্ত এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এদেশের জনগণ ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সে লক্ষ্যে এদেশের সংবিধান দরিদ্র ও অসহায় জনগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। একারণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচন, অসমতা দূরীকরণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সব সময়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশের দুস্থ, দরিদ্র, অবহেলিত, অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই নিরাপত্তাবেষ্টনী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। দেশের সর্বস্তরের গণমানুষের জন্য একটি নিশ্ছিদ্র সামাজিক নিরাপত্তাবলয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে ২০০৯-২০২৩ পর্যন্ত সাফল্য চিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

## ২.০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আইন ও নীতিসমূহ:

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৩টি জাতীয় নীতি, ৯টি নতুন আইন, ৬টি নতুন বিধিমালা, ২টি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ২টি নতুন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা স্থাপন ও ২টি বিশেষ ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৮ টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন বা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সম্প্রসারণে ১০ টি নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

# ৩.০ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের সাফল্য:

## ৩.১ বয়স্ক ভাতা:

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে যুগান্তকারী 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করেন। ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত সরকারের অন্যতম প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির

সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৫৮% এবং বাজেট ৫১৯% বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২২.৫০ লক্ষ জন থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৮.০১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ৮১০ কোটি টাকা থেকে ৪২০৫.৯৬ কোটি টাকা। জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৩০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

## ৩.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা:

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুস্থ নারীদের দারিদ্র, দুঃখ, দুর্দশা ও অসহায়ত্ব লাঘবের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৮ সালে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা কর্মসূচি চালু করেন। ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২৮০% বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বাজেট ৫১৬% বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০০৯-১০ সালে ৯.২০ লক্ষ থেকে পর্যায়ক্রমে ২০২৩-২৪ সালে ২৫.৭৫ লক্ষে এবং বাজেট ৩৩১.২০ কোটি টাকা থেকে ১৭১১.৪০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে ।

## ৩.৩ প্রতিবন্ধী ভাতা:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি চালু করে। ২০০৯-১০ থেকে ২০২৩-২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবন্ধী

ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১১১৫%, বাজেট ৩১৮২% এবং মাথাপিছু ভাতা ২৮৩% বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০০৯-১০ সালে ২.৬০ লক্ষ থেকে ২০২৩-২৪ সালে ২৯.০০ লক্ষে এবং বাজেট ৯৩.৬০ কোটি থেকে ২৯৭৮.৭১ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৩০০ টাকা থেকে ৮৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

## ৩.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি:

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি' চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় মাসিক উপবৃত্তির হার শুরুতে ছিল প্রাথমিক স্তরে ৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১০০০ টাকা। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ এবং বার্ষিক বরাদ্দ ১১২ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে জনপ্রতি মাসিক প্রাথমিক স্তরে ৯০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৯৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯৫০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১৩০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৮৩%, বাজেট ১৪০৯% এবং জনপ্রতি উপবৃত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৭.১৫ হাজার থেকে

২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১.০০ লক্ষ জন, বাজেট ৮.০০ কোটি থেকে ১১২.৭৪ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে।

## ৩.৫ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ছাত্র উপবৃত্তি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরের উদ্দেশ্য এ কর্মসূচি শুরু করা হয়। এছাড়া ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের দুস্থ ও অসচ্ছল হিজড়া ব্যক্তিকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭২ লক্ষ ১৭ হাজার এবং মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ৪৮৫ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৬ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ৮৮০ জন।

## ৩.৬ বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের নিমিত্ত এ কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচির বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৬ লক্ষ টাকা এবং মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৯৭৫ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৯ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১১ হাজার ৪১৪ জন।

## ৩.৭ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

অনগ্রসর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান, ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল অনগ্রসর ব্যক্তিদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন করা হচ্ছে।২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৬৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৮২৫০৩ জন।

## ৩.৮ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

বর্তমানে এ কর্মসূচির আওতায় চা শ্রমিককে বছরে একবার এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩০.২১ কোটি এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০ হাজার জন।

## ৩.৯ ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি:

আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য এককালীন ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। শুরুতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ছিল ৫৬১ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে

বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার জন।

## ৩.১০ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান:

ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় "ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান" কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্তে মোট বরাদ্দ ১২ কোটি টাকা এবং সম্ভাব্য উপকারভোগীর সংখ্যা ৩০০০ জন।

## ৩.১১ জিটুপি (গভর্নমেন্ট টু পারসন) কার্যক্রম:

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতাভোগীদের ভাতার অর্থ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সরাসরি তাদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের ১৭ জুলাই ভাতা ই- পেমেন্ট শুভ উদ্বোধন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১টি জেলার ৭৮টি উপজেলায় ১১.২৩ লক্ষ ভাতাভোগীকে এবং জুন ২০২১ এর মধ্যে ১০০ ভাগ ভাতাভোগীকে জিটুপি পদ্ধতিতে ভাতার অর্থ পরিশোধ করা শুরু হয়। বর্তমান জিটুপিতে পদ্ধতিতে প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে মোবাইল ফাইনেন্সিং সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে শতভাগ ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।

## ৩.১২ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে 'পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম' ও ১৯৭৫ সালে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রম' চালু করেন। কার্যক্রমের সফলতার কারণে বর্তমানে দেশের প্রতিটি উপজেলার এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও শহর এলাকায় 'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম' এবং 'দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমসহ মোট ৪টি সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ সকল কর্মসূচির ঘূর্ণায়মান তহবিলসমূহ গঠন করা হলেও বর্তমান সরকার ২০১১-১২ অর্থবছরে ১ম বারের মতে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘূর্ণায়মান তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি শুরু করে এবং প্রতিবছর সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ খাতে বরাদ্দ প্রদান করছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত এ ৪টি খাতে সর্বমোট ৬৮৫.১২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকার এ সকল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ঋণপ্রদানের সর্বোচ্চ সীমা ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ সার্ভিস চার্জের হার ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করেছে।

## ৩.১৩ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম:

৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে ৮০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর স্বীকৃতি নিয়ে বর্তমানে ২৩ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জুলাই

২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৩টি সেশনে ট্রেডভিত্তিক প্রায় ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৯৮৮ জন বেকার তরুণ-তরুণী ব্যাসিক ট্রেডে ৩৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

## ৩.১৪ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচি:

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। এ কর্মসূচির আওতায় অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ৩২ লক্ষ ৮১ হাজার ৯৩৫ জন নিবন্ধিত প্রতিবন্ধীদের তথ্য-উপাত্ত ডাটাবেইজ আকারে Disability Information System (DIS) সফটওয়্যারে (www.dis.gov.bd) সন্নিবেশিত রয়েছে।

## ৩.১৫ সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের মাথাপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি:

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারসহ ২১৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে লালিত পালিত এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নতিকল্পে বর্তমান সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ৪০০০ টাকায় উন্নীত করেছে যা ২০০৯ সালের তুলনায় ২.৬৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমনি নিবাস, প্রতিবন্ধী শিশুদের বিদ্যালয়, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র,

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, সেফ হোমসহ দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ইত্যাদি সকল প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রায় ১৭ হাজার নিবাসীর নিবাসীদের ভরনপোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সমাজে পুনর্বাসনের জন্য বর্তমান সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে।

## ৩.১৬ ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমখানার নিবাসীদের মাথাপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধিঃ

বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত ৪১৪৩টি এতিমখানায় প্রতিপালিত এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের লালনপালনের জন্য বর্তমান সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪১% এবং জনপ্রতি গ্রান্টের পরিমাণ ২৮৬% বৃদ্ধি করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমখানার মাথাপিছু ক্যাপিটেশন গ্রান্টের পরিমাণ ছিলো জনপ্রতি মাসিক ৭০০ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছিলো ৪৮ হাজার জন। গ্রান্টের পরিমাণ ক্রমান্নয়ে বৃদ্ধি করে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এতিম নিবাসীগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি উন্নত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও বিনোদন নিশ্চিত করতে উপকারভোগীর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১.১৭ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে।

## ৩.১৭ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রঃ

সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও

পুনর্বাসন কেন্দ্র কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র'র মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিপন্ন শিশুদের সেবা প্রদান করে পরিবার বা নিকট আত্মীয় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করছে। প্রতিটি কেন্দ্রে পৃথক ভবনে সর্বোচ্চ ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুকে আবাসন সুবিধাসহ খাদ্য, পোশাক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, শরীর চর্চা এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

## ৩.১৮ চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প ফেইজ-২:

প্রকল্পের আওতায় মোট ৩১৯৩ জন পিতৃ-মাতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শর্তযুক্ত অর্থসহায়তা, ৩৬২ জন কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীকে মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (BSST) ও (PSST), ৮৩৯ জন কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীকে কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৪৩৫টি শিশুকল্যাণ বোর্ড মিটিং আয়োজনে সহায়তা, পিতৃ-মাতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য ৭৪৬টি কেস কনফারেন্স সভার আয়োজন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১৪৭৭টি চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ অবহিতকরণ সভার আয়োজন, মাঠ পর্যায়ে শিশু সুরক্ষার কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য ২৯১টি সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (সিবিসিপিসি) গঠন, সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি (সিবিসিপিসি) সদস্যদের নিয়ে ১৩০৮টি সভা আয়োজন,

ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় প্রকল্পের কর্মএলাকায় সমাজকর্মী, ভলান্টিয়ার ও কমিউনিটির পরিবারে ব্যবহারে জন্য ১১৭৬৯টি কিটবক্স বিতরণ করা হয়েছে। কোভিডকালীন পথ শিশুদের সুরক্ষার নিমিত্ত ঢাকা শহরের গাবতলী বাসস্ট্যান্ড, সদরঘাট লঞ্চঘাট ও কমলাপুর রেলস্টেশন এলাকায় স্থাপিত মোট ৩টি তাবুভিত্তিক সার্ভিস হাব (তাবু) এর মাধ্যমে মোট ১১০৯ জন পথ শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

## চাইল্ড হেল্পলাইন "১০৯৮":

শিশু অধিকার সুরক্ষায় '১০৯৮' টোল ফ্রি-নম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন যা শিশু অধিকার সুরক্ষায় দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কল সেন্টারটি শিশুদের জরুরী প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এই কল সেন্টারের মাধ্যমে ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে জুন ২০২৩ সর্বমোট কল গ্রহণ ৯৮৮৩৫৭ টি, আইনী সহায়তা প্রদান ২২৮২৪ জন, কাউন্সিলিং সেবা প্রদান ৩৬৮৪৫ জন, বাল্য বিবাহ বন্ধ ৩৯৭৩ জন, শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত ১৬৫৭২ জন, বিদ্যালয় সম্পর্কিত সহায়তা ১৪৯৩৫ জন, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ/ লিংক করিয়ে দেয়া ৭০৯৩০ জন, বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান ৪৮৫৩১৪ জন এবং করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বিষয়ে ১৯৭৮৬০ জন শিশুকে সহায়তা প্রদান করে।

## ৪.০ প্রশাসনিক উন্নয়ন:

২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ বিভিন্ন পর্যায়ে ২৬৬৮টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেনির ৬১০ জন কর্মকর্তাকে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনির ১২৫১ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেনির ১১০৫ জন কর্মকর্তাকে এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনির ৩৬৮৮ জন কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৮ বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় প্রশাসনিক কাঠামোতে (অরগানোগ্রাম) অন্তর্ভুক্তি, জনবল নিয়োগ ও নতুন কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

## ৫.০ অন্যান্য কল্যাণ ও সেবামূলক কার্যক্রম:

### ৫.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম:

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে হাসপাতালে আগত গরীব, অসহায় ও দুঃস্থ রোগীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০০৯ সালে সারাদেশের মোট ৯১ টি ইউনিটে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সারা বাংলাদেশে জেলা পর্যায়ে মোট ১১৭টি ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪২০টি সর্বমোট ৫৩৭টি ইউনিটে বাস্তবায়িত হচ্ছে। হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হতে এ পর্যন্ত ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৬৯ জন রোগীকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

## ৫.২ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস:

৬৪টি জেলা এবং মূখ্য মহানগর হাকিম আদালত ৬টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল) সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কার্যক্রমের শুরু হতে এ পর্যন্ত প্রবেশনে মুক্তি/জামিনের সংখ্যা ১৭ হাজার ৮৮৯ জন এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৫৮ জন।

## ৫.৩ সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৬২ এর আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন প্রদান করা হয়ে থাকে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৬৪ জেলা থেকে এ পর্যন্ত ৭০,০৪৯ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

# ৬.০ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন:

## ৬.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

সমাজসেবা অধিদপ্তরে কর্মরত সকল গ্রেডের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে ১৯৮৪ সাল হতে বুনিয়াদিসহ বিভিন্ন ধরনের

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৭২৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ৬ বিভাগে ৬টি (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মচারিদের বিভিন্ন ট্রেড যেমন আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-লার্নিং, আইসিটি, শিশু সুরক্ষা,ক্ষুদ্রঋণ ও সামাজিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সুরক্ষা, বিশেষ প্রশিক্ষণসহ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ২৫ হাজার ৯২৯ জন কর্মচারিকে উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

## ৭.০ ইনোভেশন ও ডিজিটাইজেশন:

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৫৪টি সেবা ৬৯টি ইনোভেশন আইডিয়ার মাধ্যমে দক্ষতা, দ্রুততা,স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে জনবান্ধব করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেধাবৃত্তি, মেধাপুল গঠনের মাধ্যমে শিশুপরিবারের শিশুরা এখন উচ্চতর পর্যায়ে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে।

## ৮.০ কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে বিভিন্ন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সরকার সমাজকল্যাণ সেক্টরে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প

১৩ টি, সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রকল্প ৬৫টি এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ৮ টি। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মোট বরাদ্দ ২৩৪৪ কোটি ০৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় ২১২৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা যা মোট বরাদ্দের ৯০.৬০%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২৮ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৬৯৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে দেশের দুস্থ, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, প্রবন্ধী, প্রবীণ এবং সমাজের অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে। এসকল উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি ১.৫০ কোটির অধিক উপকারভোগীকে সরকারি সেবা পরিতৃপ্তির জন্য কার্যকর পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

# জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

## প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্যকেন্দ্র:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ২০০৯ সাল হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ৬৪টি জেলা সদরে ৬৭টি এবং ৩৬টি উপজেলায় ৩৬টিসহ মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং, রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রসমূহ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫০০ টি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪ সাল হতে ৪৫টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৯৫৪ জন সেবাগ্রহিতাকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

## স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম:

অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালার, ম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলাধূলা, সাধারণ জ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অক্টোবর, ২০১১ সালে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি, গাইবান্ধা জেলায় ১টি এবং বিশ্বনাথ উপজেলায় ১টিসহ মোট ১২টি স্কুল চালু করা হয়েছে।

## অটিজম রিসোর্স সেন্টার:

অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

## অনুদান ও ঋণ কার্যক্রম:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনুদান/ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাকে ১৬ কোটি টাকা অনুদান ও ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ কালীন পরিস্থিতিতে জুলাই ২০২১ মাসে ২৬৯ টি বেসরকারি সংস্থার অনুকূলে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

## কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল:

চাকুরী প্রত্যাশি ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০ আসন বিশিষ্ট ১টি পুরুষ ও ২০ আসনবিশিষ্ট ১টি মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০০ জন।

## পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস:

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে সেরিব্রাল পালসি (সিপি) শিশুর লালন-পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চলমান আছে। বর্তমানে এ নিবাসে ৪১ জন সিপি শিশু রয়েছে।

## বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স:

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের পারদর্শিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের নিমিত্ত সাভার উপজেলাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমিতে ৪৪৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে । প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২১ হতে ২০২৪ পর্যন্ত।

# নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

## বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' প্রবর্তন:

০১ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতীয় বীমা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অটিজমসহ অন্যান্য এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' উদ্বোধন করা হয়। ০১ জুলাই ২০২২ তারিখ হতে এক বছর মেয়াদে ঢাকা ও সিলেট জেলায় পাইলটিং পর্যায়ে এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' এর আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ বীমার আওতায় বাৎসরিক ৬০০ টাকা দিয়ে ১ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বীমা কভারেজ পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে ৫২৩ জন এনডিডি ব্যক্তিকে বীমা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

## ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান:

দেশের সকল হাসপাতালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে।

## 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' অ্যাপ:

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামক একটি মোবাইল অ্যাপ প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যা একটি কমিউনিটিভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিনিং টুল যার মাধ্যমে অটিজম স্ক্রিনিং ও পরবর্তী করনীয় বিষয়গুলো সহজে জানা যাবে। ২ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অ্যাপসটি উদ্বোধন করা হয়।

## 'বলতে চাই' অ্যাপ:

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় 'বলতে চাই' নামক একটি অ্যাপ মোবাইল/ট্যাব এর মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অমৌখিক যোগাযোগ প্রযুক্তি (Non verbal communication technology) ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

# বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

## অনুদান প্রদান:

অনুদান বন্টন নীতিমালা ২০১১ এর আলোকে বৃহৎ পরিসর কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে বার্ষিক এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ, রোগী কল্যাণ সমিতি, ৬৪টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি, ৪৯২টি উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিবছর ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে মোট ৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

## আবাসন/ গৃহ নির্মাণ:

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে প্রতিবছর নদীভাঙ্গনে ভিটা-মাটিহীন/ক্ষতিগ্রস্ত ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনে গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই আবাসন নির্মাণের জন্য চা-বাগান অধ্যুষিত ৬টি জেলায় গৃহহীন পরিবারকে আবাসন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়।

### প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

## শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প

### মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার অটোমেশন প্লান্ট স্থাপন:

২০২০-২০২১ অর্থবছরে 'মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের বাজার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অটোমেশন প্লান্ট ক্রয় ও প্রতিস্থাপন' শীর্ষক কর্মসূচিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঘন্টায় ৬ হাজার বোতল (৫০০মিঃলিঃ) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই অটোমেশন প্লান্ট স্থাপন কর্মসূচিটি মুক্তা পানির বাজার সম্প্রসারণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিক কর্মসংস্থান ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। মুজিববর্ষে যা ছিল মৈত্রী শিল্পের অন্যতম অর্জন।

### মৈত্রী প্লাস্টিক সামগ্রী:

২০০৯ হতে ২০২৩ সময়ের মধ্যে মৈত্রী শিল্পে বিভিন্ন আধুনিক মোল্ড ও মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা দৈনন্দিন ব্যবহার্য ১১২ ধরনের প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী

ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত এ সকল প্লাস্টিক সামগ্রী মৈত্রী ব্রান্ড নামে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে।

## মৈত্রী শিল্পের শাখা কাম শো-রুম স্থাপন:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও মৈত্রী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ০৮ বিভাগে মৈত্রী শিল্পের ০৮টি শাখা কাম সেলস সেন্টার গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

## প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ:

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বৃত্তিমূলক/শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর এবং প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মৈত্রী শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ২০০০ জন।

## বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন:

মুজিববর্ষে মৈত্রী শিল্পে একটি দৃষ্টিনন্দন আধুনিক স্থাপত্যের "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাঙালির সংস্কৃতি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কর্ণারে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ছবি ও ঐতিহাসিক ভাষন, বঙ্গবন্ধুর উপর বিভিন্ন প্রকাশনা, স্বাধীনতার বিভিন্ন স্মারক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। যাতে করে পরবর্তী

প্রজন্ম যেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কর্মময় জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

## শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আল নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর ও আল নাহিয়ান শিশু পরিবার লালমনিরহাটে ২০০৯ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬০০ টাকা ৪৩১৮ জন নিবাসির মধ্যে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বাবদ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের
সামাজিক নিরাপত্তাবলয় সম্বলিত

# উন্নয়ন চিত্র

(২০০৯-২০২৩)

সংকলন ও প্রচারে

**সমাজসেবা অধিদপ্তর**

www.dss.gov.bd